দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 10 APR 2008
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

ঢাবির ফতোয়া শেখানো সেই শিক্ষকের কুশপুত্তলিকা দাহ, ভিসিকে স্মারকলিপি

অপসারণ দাবিতে ক্যাম্পাসে আন্দোলন অব্যাহত

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ জোরপূর্বক ফতোয়া শিক্ষাদানকারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সেই শিক্ষক অধ্যাপক হাসানুজ্জামান চৌধুরীর অপসারণের দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীদের আন্দোলন অব্যাহত রয়েছে। এ দাবিতে বুধবার তারা হাসানুজ্জামানের কুশপুত্তলিকা দাহ করেছে। এ ছাড়া মৌনমিছিল করে উপাচার্যকে হাসানুজ্জামানের

(২ পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

ঢাবির ফতোয়া

(প্রথম পাতার পর)

প্রদান করা হয়।

বুধবার সকাল সোয়া ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানসহ বিভিন্ন বিভাগের কয়েক শ' শিক্ষার্থী মৌনমিছিল বের করে। মিছিলটি ডাকসু ভবনের সামনে এসে শেষ হয়। সেখানে শিক্ষার্থীরা অধ্যাপক হাসানুজ্জামানের কুশপুত্তলিকায় আগুন ধরিয়ে দেয়। এ সময় বিক্ষুব্ধ শ' শ' শিক্ষার্থী হাসানুজ্জামানের অপসারণের দাবিতে মুহুর্মুহু স্লোগান তোলে। এর আগে ডাকসুর সামনে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশে ছাত্ররা বলে, অধ্যাপক হাসানুজ্জামান মুক্তবুদ্ধিচর্চার প্রাণকেন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম ভূলুণ্ঠিত করেছেন। ক্লাসে তাঁর বক্তব্যে প্রায়ই মুক্তিযুদ্ধে শহীদ বীরদের অবমাননা করা হয়, তিনি সাম্প্রদায়িক বক্তব্য প্রদান করে অন্যান্য ধর্মকে কটাক্ষ করেন। তাঁর এ সব বক্তব্য উদ্দেশ্যমূলক। শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখা এবং শিক্ষার পরিবেশ স্বাভাবিক রাখার স্বার্থে অবিলম্বে অধ্যাপক হাসানুজ্জামানের অপসারণ দাবি করে। অন্যথায় কঠোর আন্দোলনে যাওয়ার হুমকি প্রদান করা হয়।

সমাবেশ শেষে শিক্ষার্থীরা অবিলম্বে হাসানুজ্জামানকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল প্রকার সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী জাতীয় চেতনাবিরোধী তৎপরতা বন্ধ করার দাবিতে উপাচার্যকে স্মারকলিপি প্রদান করে। শিক্ষার্থীরা জানায়, উপাচার্য অধ্যাপক এসএমএ ফায়েজ এ বিষয়টি দেখার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগের চেয়ারম্যান ও অনুষদের ডিনকে নির্দেশ দিয়েছেন। শিক্ষার্থীরা জানায়, অবিলম্বে দাবি মানা না হলে তারা কঠোর আন্দোলন কর্মসূচী ঘোষণা করবে।

উপাচার্যকে দেয়া স্মারকলিপিতে বলা হয়, ধর্মীয় পশ্চাদপদ চিন্তার বিপরীতে এ দেশের সাধারণ মানুষের মাঝে অসাম্প্রদায়িক, বৈষম্যহীন সমাজগঠনের আলো ছড়িয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরীর সমগ্র কার্যকলাপ বিশ্ববিদ্যালয়ের এই মর্যাদাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক হিসাবে তিনি যা করেছেন তা সম্পূর্ণ অনৈতিক। শিক্ষার্থীরা অবিলম্বে হাসানুজ্জামানের অপসারণ দাবি করে।